জুলাইবিব

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ জুলাইবিব

রাসুল(সাঃ) এর সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে অখ্যাতদের একজন তিনি। মুসলিমদের অনেকেই তার কথা হয়তো কখনো শোনেইনি। তাকে ডাকা হতো 'জুলাইবিব' নামে। 'জুলাইবিব' আসলে কোন নাম নয়। আরবীতে এই শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত। এই নাম দিয়ে মূলত জুলাইবিবের বামনতাকে বোঝানো হতো, কেননা তিনি ছিলেন উচ্চতায় অনেক ছোট। এছাড়া তাকে অনেকে 'দামিম' বলেও ডাকতো, যার অর্থ কুশ্রী,বিকৃত অথবা দেখতে বিরক্তিকর। যে সমাজে তিনি বাস করতেন সেখানে তার প্রকৃত নাম- বংশ পরিচয় কেউ জানতো না। তিনি যে কোন গোত্রের ছিলেন,তাও সবার অজানা ছিল। তৎকালীন সমাজে এটা ছিল এক চরম অসম্মানের বিষয়। তিনি কোন বিপদে কারো সাহায্য পাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারতেন না, কেননা সেই সমাজে কাউকে গুরুত্ব

দেওয়া হতো তার বংশ পরিচয়ের ভিত্তিতে। মহানবী(সাঃ) এর নবুওতের শুরুর দিকে তিনি ছিলেন একজন আনসার। যার একমাত্র পরিচয় ছিল তিনি একজন আরব। খুব সম্ভবত তিনি ছিলেন মদিনা সীমান্ত এলাকার কোন ক্ষুদ্র গোত্রের সদস্য। যিনি কিনা আনসারদের শহরে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন অথবা তিনি আনসারদেরই একজন। সেই সমাজে অনেকেই তাকে নিয়ে হাসি তামাশা করতো, এমনকি আসলাম গোত্রের আবু বারযাহ নামে এক ব্যক্তি তার বাড়িতে জুলাইবিবের প্রবেশ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছিলেন। কোন মেয়ে জুলাইবিবকে বিয়ের কথা চিন্তাও করতো না। কিন্তু মহানবী(সাঃ) এর দৃষ্টিতে জুলাইবিবের অবস্থান ছিল অনেক ওপরে। তিনি তার এই অনুগত সাহাবীর প্রয়োজন, আবেগ, ভালোলাগা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। রাসুল(সাঃ) জুলাইবিবের কথা চিন্তা করে একদিন এক আনসারে কাছে গিয়ে বললেন, “আমি তোমার মেয়েকে চাই বিয়ের জন্য”। আনসার লোকটি খুবই খুশি হলেন এবং বললেন,”হে আল্লাহর রাসুল(সাঃ), এতো খুবই দারুন ব্যাপার”। রাসুল(সাঃ) বললেন,”আমি ওকে নিজের জন্য চাই না”। ওই লোকটি হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,তাহলে কার জন্য”?

“জুলাইবিবের জন্য”, রাসুল(সাঃ) উত্তর দিলেন। এ কথা শুনে আনসার মনে একটা ধাক্কা খেলেন এবং নিচু গলায়

বললেন,"আমি এ ব্যপারে মেয়ের মায়ের সাথে আলোচনা করবো" এই বলে লোকটি তার স্ত্রীর কাছে চলে গেলেন এবং সব খুলে বললেন। তার স্ত্রীও তার মত জুলাইবিবের সাথে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব শুনে স্তব্ধ হয়ে বললেন, "জুলাইবিবের সাথে? না, কখনোই জুলাইবিবের সাথে না"!, আল্লাহর শপথ, আমরা আমাদের মেয়েকে তার(জুলাইবিবের) সাথে বিয়ে দেব না"। ভেতরে তাদের মেয়ে তাদের আওয়াজ শুনছিল। সে এসে জানতে চাইলো "কে আমার জন্য বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে, মা"?

তার মা বলল্ "আল্লাহর রাসুল এসেছেন, জুলাইবিবের জন্য তোমার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে।" যখন আনসারী কন্যা শুনল প্রস্তাব এনেছেন স্বয়ং আল্লাহর রাসুল, সে তার মাকে বললো, "তুমি কি আল্লাহর রাসুলের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছ মা! আল্লাহকে ভয় কর!

আনসারি কন্যা পড়লঃ সুরা আহ্যাব,আয়াতঃ৩৬

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ
يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿۳۶﴾

“যখন আল্লাহ ও তার রাসুল কোন ব্যপারে সিদ্ধান্ত দেন, তখন কোন মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীর সেই ব্যপারে নিজে ফায়সালা করার কোন অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়।“

আনসারি কন্যা বলতে লাগল, “ আল্লাহর রাসুল এমন আনন্দের ও পবিত্র উপহার নিয়ে এসেছেন। অথচ তুমি কান্না করছ, বিলাপ করছো?” তুমি কি মনে কর, আল্লহর রাসুল আমাদের অমঙ্গল চান? আমাদের হতাশ করবেন? আমাদের অমর্যাদা করবেন? আল্লাহর কসম, আমি জুলাইবিবকেই বিয়ে করব।

জুলাইবিবের কি মর্যাদা যে,স্বয়ং আল্লাহর রাসুল তার জন্য তোমাদের মেয়ের ব্যপারে প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। আল্লাহর রাসুলের অনুমতি চাও যে, তিনি যেন আমাকে জুলাইবিবের নিকটে পাঠান। তার পক্ষ থেকে আমার জন্য যে স্বামী নির্ধারিত হয়েছে এর চেয়ে উত্তম কোন সৌভাগ্য আমার জন্য হতে পারে না। আমি সন্তুষ্ট এবং নিজেকে উৎসর্গ করলাম, যা আল্লাহর রাসুল আমার জন্য উত্তম মনে করেছেন। রাসুল(সাঃ) বিয়ের ব্যপারে মেয়েটির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শুনলেন এবং তার সহজ ও সুন্দর জীবনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। এর পরের দিন তাদের মাঝে বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। আল্লাহর

রাসুল নিজে তাদের বিবাহ দিলেন। উসমান ও আলী(রাঃ) জুলাইবিবকে কিছু টাকা উপহার দিলেন। এতে জুলাইবিব ওয়ালিমা উৎসব করল এবং নিজেদের জন্য থাকার জায়গা করে নিল। বলা হয়ে থাকে যে আনসারী কন্যাটি এতই সুন্দরী ও সুশ্রী ছিল যে, এমন কোন মেয়ে ছিল না যে তার সাথে সৌন্দর্যের প্রতিযোগীতা করতে পারে।

সে এতই লাজুক ও বিনয়ী ছিল যে, সম্ভবত আসমানও তার কখনো মাথা দেখেনি। এমনই ছিল তার তাকয়া; যার দিন এবং রাত ছিল আল্লাহর ইবাদতে পূর্ণ।

সময় বয়ে যাচ্ছে, সুখ এবং শান্তিতে জুলাইবিব তার স্ত্রীকে নিয়ে সময় কাটাতে লাগলেন। জুলাইবিবের এখন আর কোন দুঃখ নেই। আর কোন হতাশা নেই। তিনি খুঁজে পেয়েছেন তার জন্য একজন সঙ্গী হালাল ও পবিত্র।

কিছুদিন পরে এক ছোট্ট অভিজানের প্রয়োজন পড়ল। যুদ্ধের দিন জুলাইবিবের শশুরপিতা জুলাইবিবকে বল্ল, ও জুলাইবিব, এটা কেবল ছোট্ট একটা অভিযান। সবার জন্য ফরয নয়। তুমি না গেলেও কোন জবাবদিহিতা নেই। কাজেই তোমার স্ত্রীর সাথে কিছু সময় অতিবাহিত কর। তুমি তো কেবল নতুন বিবাহিত। জুলাইবিব শুনলেন এবং শ্রদ্ধার সাথে বললেন,"আপনি এক অদ্ভুত বিষয়ের কথা

বললেন বাবা। আমার প্রিয় রাসুল যুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের মুখোমুখি হবে আর আপনি চাচ্ছেন আমি স্ত্রীর সাথে ঘরে বসে থাকি! বরং আল্লাহর রাসুলকে যুদ্ধের ময়দানে কষ্টকর পরিস্থিতিতে দেখার চেয়ে আমি আমার জান ও প্রাণ তার জন্যই উৎসর্গ করব। যুদ্ধ শেষ হয়েছে।

ছোট এই অভিযানে মুসলমান জয়লাভ করেছে। রাসুল(সাঃ) বললেন, " দেখ তোমাদের কে কে শহীদ হয়েছে। কাকে কাকে হারিয়েছ তোমরা। প্রত্যেকে তাদের আত্মীয় ও পরিচিতজনের খবর নিয়ে আসল। বলতে লাগলো আমার অমুককে হারিয়েছি, আমাদের অমুককে হারিয়েছি। "আর কাউকে হারিয়েছো তোমরা?" জানতে চাইলেন তিনি। "না আল্লাহর রাসুল" জবাব দিল তারা। "কিন্তু আমি আমার প্রিয় জুলাইবিবকে হারিয়েছি, যে আমার পরিবারেরই একজন" অশ্রুসিক্ত কন্ঠে বললেন রাসুল(সাঃ)। যাও তাকে খুঁজে বের করো। সাহাবিরা জুলাইবিবকে খুঁজতে বেরিয়ে গেলেন। খানিকবাদে তারা দেখলেন, জুলাইবিব মাটিতে পড়ে আছে এবং তাকে ঘিরে আছে কাফেরদের আরোও সাতটি লাশ। খবর পাঠানো হল রাসুল(সাঃ) এর কাছে। যখন রাসুল (সাঃ) এই দৃশ্য দেখলেন,তার গাল বেয়ে কান্না গড়িয়ে পড়ল।

তিনি জুলাইবিবের কাছে আসলেন, বললেন, "সে সাতজন কাফিরকে হত্যা করেছে অতঃপর নিজে শহীদ

হয়েছে। নিশ্চয় জুলাইবিব আমার জন্য এবং আমি জুলাইবিবের জন্য। সে আমার পরিবারের একজন, আমি তার পরিবারে।" কাছেই দাঁড়ানো সাহাবীরা অঝোরনয়নে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিল আর বলছিলঃ "আমাদের পিতামাতা তোমার জন্য কোরবান হউক হে জুলাইবিব, কত উচ্চ তোমার মর্যাদা!" জুলাইবিবের দেহটাকে নবীজি নিজের হাতে তুলে নিলেন। তিনি বলছিলেন "জুলাইবিবের জানাজার জন্য আজ এত ফেরেশতার আগমন ঘটেছে যে, আমি ঠিকভাবে পা ফেলতে পারছি নাহ।

রাসুল(সাঃ) কাঁদছেন। জুলাইবিবের জন্য কাঁদছেন। হঠাৎ তাঁর কান্না হাসিতে রূপ নিল এবং তিনি চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। রাসুল(সাঃ) জুলাইবিবের জন্য কবর খুঁড়লেন। জুলাইবিব আল্লাহর রাসুলের পবিত্র হাতে শায়িত হলেন। সাহাবাগণ রাসুল(সাঃ) এর কাছে জানতে চাইলেন, " হে আল্লাহর রাসুল আপনি কেন কাঁদছিলেন, কেনইবা হেসে উঠলেন অতঃপর চোখ ফিরিয়ে নিলেন?"

তিনিদছিলাম,"আমি কাঁদছিলাম। কারণ আমার পরিবারের একজন সদস্যকে হারিয়েছি। আল্লাহ আমাকে জান্নাতে তার জায়গাটা দেখাচ্ছিলেন। আমি তাকে জান্নাতে দেখছিলাম। তখন তার স্ত্রীদের একজন তার দিকে দৌড়ে আসছিল।তাই আমি হাসলাম যে, জান্নাতেও সে তার সঙ্গী

পেয়েছে এবং যখন সে দৌড়াচ্ছিল, তার পায়ের গোড়ালি দেখা যাচ্ছে। তাই আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এভাবেই, সমাজচ্যুত-ভাগ্যহত এক কদাকার বামন শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালবাসার কারণে চূড়ান্ত স্তরের সম্মান ও ভালোবাসায় ভূষিত হলেন।

সেই আনসারী কন্যা অপরিচিতা, ও নামহীন, যে আল্লাহর রাসুলের সম্মানে তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়েছিলেন বংশপরিচয়হীন, মর্যদাহীন জুলাইবিবের প্রতি।

হাদীসে এসেছে," এরপর সেই বিধবা আনসারি কন্যার বিবাহের জন্য এত বেশী প্রস্তাব এসেছিল যে, মদীনার অন্যকোন বিধবার জন্য এত প্রস্তাব আসেনি।"

সূত্রঃ

সুরা আহযাব, তাফসির, ইবনে কাছীর , ইবনে আহমাদ।

.....